৬ জুলাই ২০১৭

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

তৃতীয় থেকে সপ্তম জুডিশিয়াল সার্ভিস পরীক্ষার লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় সকল অংশগ্রহনকারীর প্রাপ্ত নম্বর সরবরাহের নির্দেশ তথ্য কমিশনের

আজ ৬ জুলাই ২০১৭ তারিখে তথ্য কমিশন, বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন (বিজেএসসি) এর করা রিভিও আবেদন খারিজ করে দিয়ে সংস্থাটিকে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী তৃতীয় থেকে সপ্তম বিজেএস (সহকারী জজ নিয়োগ) পরীক্ষায় অংশগ্রহনকারী সকল পরীক্ষার্থীর লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর সমূহের তালিকা সরবরাহের নির্দেশ প্রদান করেছেন। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ মোতাবেক তথ্য কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ পূনর্বিবেচনার কোন সুযোগ নেই বিধায় প্রধান তথ্য কমিশনার ডঃ গোলাম রহমান এবং তথ্য কমিশনার নেপাল চন্দ্র সরকার তথ্য কমিশন কর্তৃক ২৯ আগস্ট ২০১৬ তারিখে প্রদত্ত সিদ্ধান্ত বহাল রেখে বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন (বিজেএসসি) কে তথ্য চেয়ে আবেদনকারী মোঃ ফিরোজ উদ্দীননের বরাবরে উক্ত নম্বর সমূহ সরবরাহের নির্দেশ প্রদান করেন। অপর তথ্য কমিশনার ডঃ খুরশিদা বেগম সাইদ তথ্য কমিশনের পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত আংশিক পরিবর্তন করে বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন (বিজেএসসি) এর দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তাকে শুধুমাত্র আরটিআই আবেদনকারী ব্যাক্তির তৃতীয় থেকে সপ্তম জুডিশিয়ারীর লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার নম্বর সরবরাহের নির্দেশ প্রদান করেন।

উল্লেখ্য যে, অভিযোগকারী ফিরোজ উদ্দীন বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) এর একজন ইক্যুয়ালিটি ফেলো হিসেবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মের অধিকার সংক্রান্ত একটি গবেষণার অংশ হিসেবে বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন (বিজেএসসি) এর নিকট প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য নির্ধারিত চাকুরির কোটা, প্রতিবন্ধী কর্মীদের স্বাচ্ছন্দ ও কাজের সুবিধার্থে গৃহিত যুক্তিসাপেক্ষ ব্যবস্থায়ন ও বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বর সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট তথ্য সরবরাহ করার জন্য ২০১৫ সালের নভেম্বর মাসে আইনানুযায়ী আবেদন করেন। নির্দিষ্ট সময়ে তথ্য না পাওয়ায় তিনি নিয়মানুযায়ী আপিল করেন। আপিলেও তথ্য না পাওয়ায় তিনি গত ১১ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে তথ্য অধিকার আইনে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন। তথ্য কমিশন অভিযোগের নিষ্পত্তিকরণের উদ্দ্যেশ্যে উভয়পক্ষকে ব্যক্তিগতভাবে বা আইনজীবীর মাধ্যমে ২২ মার্চ ২০১৬ তারিখে কমিশনে হাজির হয়ে শুনানীতে অংশগ্রহনের সমন জারী করেন। সমন প্রাপ্ত হয়ে ১৬ মার্চ ২০১৬ তারিখে স্বাক্ষরিত জেএসসি/সচিব/তথ্য অধিকার/২০১৬/০২/১১২ স্মারক নং পত্রযোগে জনাব মোঃ আল-মামুন, উপ-সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন, সচিবালয়, ১৫ কলেজ রোড, ঢাকা-১০০০ অভিযোগকারি কর্তৃক চাহিত তথ্য সমূহের আংশিক তথ্য প্রদান করেন এবং কিছু তথ্য প্রদান না করার কারন ব্যাখ্যা করেন। জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা একটি ফরোয়ার্ডিং লেটার, কতিপয় তথ্য, কতিপয় তথ্য প্রদান না করার ব্যাখ্যা, ২৮ জানুয়ারী ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের ৯৮তম সভার কার্যবিবরনী, বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (সার্ভিস গঠন, সার্ভিস পদে নিয়োগ এবং সাময়ীক বরখাস্তকরণ, বরখাস্তকরণ ও অপসারন) বিধিমালা, ২০০৭ এর ফটোকপি, তৃতীয় থেকে সপ্তম বিজেএস পরীক্ষার মৌখিক পর্বে অংশগ্রহনকারী পরীক্ষার্থীদের নামের তালিকা সহ মোট ২৮ ফর্দের তথ্য-জবাব প্রেরণ করেন। কিন্তু দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পরীক্ষার্থীদের প্রাপ্ত নম্বর প্রদানে অপারগতা প্রকাশ করেন।

উভয়পক্ষের উপস্থিতিতে দীর্ঘ শুনানী অন্তে বিজ্ঞ তথ্য কমিশন পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনকে ১০ কর্ম দিবসের মধ্যে অভিযোগকারীকে তার চাহিত সকল তথ্য সরবরাহের নির্দেশ প্রদান করেন।

জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য কমিশনের আদেশ মোতাবেক তথ্য প্রদান না করে তথ্য কমিশনের আদেশ পূনর্বিবেচনার জন্য উপরোক্ত রিভিও আবেদন দাখিল করেন।

উক্ত শুনানীতে অভিযোগকারীকে সহায়তা করেন ব্লাস্টের রিসার্চ স্পেশালিস্ট এ্যাড. রেজাউল করিম সিদ্দিকী।

বার্তাপ্রেরকঃ

মাহবুবা আক্তার
উপ-পরিচালক (এডভোকেসি এন্ড কমিউনিকেশন), ব্লাস্ট
ই-মেইলঃ mahbuba@blast.org.bd